ইউনিট ৮

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। প্রতিনিধির কাজ হল পৃথিবীতে আল্লাহর তাআলার নির্দেশানুযায়ী ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। ইসলামে যেমন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা আছে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য রয়েছে রাজনৈতিক বিধিমালা। ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি কোন মানুষের চিন্তা বা গবেষণার ফসল নয়। বরং তা বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেওয়া পদ্ধতি। আল্লাহ পাক যেভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন- ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তারই বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহর দেয়া ও রাসূলের প্রদর্শিত পদ্ধতির ভিত্তিতে মানুষ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্য সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে উন্নত ও মানব কল্যাণময়।

এই ইউনিটের আলোচিত পাঠগুলো হল-

পাঠ-১ : ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

পাঠ-২ : ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব।

পাঠ-৩ : ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় ও স্বরূপ।

পাঠ-৪ : ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ও গঠন প্রণালী।

পাঠ-৫ : ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি।

পাঠ-৬ : আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা।

পাঠ-৭ : ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে-শূরা ও তার ভূমিকা।

পাঠ-৮ : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্যদের গুণাবলী।

পাঠ-৯ : ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠ-১০ : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার।

পাঠ-১১ : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠ-১২ : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।

পাঠ ১ ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি তা বলতে পারবেন
- ইসলামী রাজনীতির উৎস কি কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১.১ ইসলামী রাজনৈতিক

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থাকেই বুঝায়। বস্তুত আসমান-যমীন, মানুষ তথা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর স্রষ্টাই হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বা দিক তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে দান করেছেন ইসলাম। তাই ইসলামে যেমন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বলিত বিধি-বিধানও দান করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আসমান ও যমীনের মালিক বা রাজত্ব হল তাঁরই (আল্লাহরই) জন্যে।" (সূরা হাদীদ : ২)

অর্থাৎ সবকিছুর নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ

"তিনিই (মহান আল্লাহ) তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে (তাঁর বিধি-বিধান কায়েম করার জন্যে) খলীফা নিযুক্ত করেছেন। (সূরা ফাতির : ৩৯)

তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনা বিষয়ক ব্যবস্থাই হল ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

১.২ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎস

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন মানুষের আবিষ্কার বা যুগের চাহিদা মাফিক বক্তব্য নয়। বরং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহর (স) আদর্শ। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেহেতু স্থিতিশীল কোন বিষয় নয়। বরং তা যুগ ও সময়ের সাথে চলমান; তাই কুরআন ও হাদীসে কেবল ইসলামী রাজনীতির মূলনীতিসমূহ দেয়া হয়েছে। বাকি খুঁটি-নাটি বিষয় রচনা করার ভার যুগের বিশেষজ্ঞদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁরা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রচনা করবেন। কাজেই দেখা যায় ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে ৪টি। যথা -

১। আল কুরআন;

২। রাসূলুল্লাহর (স) আদর্শ তথা সুন্নাহ

৩। উম্মতের ইজমা এবং

৪। কিয়াস বা ইজতিহাদ।

১.৩ প্রথম উৎস : আল-কুরআন

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান ও প্রথম উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করছেন : "আমি কুরআন মাজীদে কোন কিছুর কথাই অবর্ণিত রাখিনি।" (সূরা আনয়াম : ৩৮)

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেছেন, পবিত্র কুরআনে আমি মানবজাতির প্রয়োজনীয় সব কথা বলে দিয়েছি। কিছু বাদ রাখিনি। ইসলামী শরীয়তের বিধানের দিকে তাকালে আল্লাহর এ কথার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। শরীয়তের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন ও বিধান দেয়া হয়েছে।

যেহেতু ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে রাজনীতির মূল বিষয়সমূহ অর্থাৎ রাজনীতির প্রকৃতি, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব বিষয়েই অকাট্য ও স্পষ্ট বিধান উল্লেখ করেছেন। যেমন -

সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা : "তারই জন্য রাজত্ব, আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।" "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকম দেয়ার অধিকার নেই।" (সূরা ইউসূফ : ৪০)

শাসন পরিচালনার ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা : "হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর আল-কুরআন নাযিল করেছি, যেন আপনি তদানুযায়ী জনগণের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।" (সূরা নিসা : ১০৫)

কুরআন আরও বলছে : আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তাঁরাই কাফির।" (সূরা মায়িদা : ৪৪)

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মনগড়া আইন অচল : এ ব্যাপারে কুরআন বলছে : "আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী জনগণের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা কর। সাবধান মানুষের খেয়াল খুশী অনুসরণ করোনা।" (সূরা মায়িদা : ৪৯)

খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য : "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন।" (সূরা ফাতির)।

ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "এরাই তারা– আমি যদি এদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় বসাই, তা হলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।" (সূরা হজ্জ : ৪১)

বস্তুত পবিত্র কুরআনেই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কর্মধারা, কার্যসূচি, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদির মূল নীতিসমূহ স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

১.৩ দ্বিতীয় উৎস : রাসূলুল্লর (স) আদর্শ

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস তথা রাসূলুল্লাহর (স) বাস্তব আদর্শ। কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে মহানবী (স) ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তারিত বাস্তব রূপায়ণ করেছেন, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে। কাজেই বলা যায়- শুধু কুরআনেই নয়; রাসূলুল্লাহর (স) সুন্নাতেও রয়েছে ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

নেতৃত্ব ও আনুগত্য রাজনীতির মূল ব্যাপার। এ বিষয়ে মহানবী (স) বলেন–

"যখন তিন ব্যক্তি পথ চলে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়।" (মিশকাত)

"যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নেবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলী মৃত্যু।"

রাজনীতি পরিচালনার দায়িত্ব সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন : "বনী ইসরাঈলগণের নবীগণ শাসন পরিচালনা করতেন। এক নবীর পর আরেক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী হবে না বরং খলীফা হবেন।" (বুখারী-মুসলিম)

নির্বাচন রাজনীতির এক অপরিহার্য ব্যাপার : এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব লাভ করেছে। অতপর বেশি উপযুক্ত ব্যক্তি থাকতে কম উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছে; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

মহানবী (স)-ই ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপকার। মহানবী (স)-এর জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাই তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়েই একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি এবং যাবতীয় দলীলপত্র হাদীস ভাণ্ডারে এবং রক্ষিত আছে।

কাজেই বিনা দ্বিধায় বলতে হয় রাসূলুল্লাহ (স)-ই ছিলেন ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূর্ত প্রতীক এবং বাস্তব রূপকার।

১.৪ তৃতীয় উৎস : ইজমায়ে উম্মত

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমায়ে উম্মাত। সকল যুগের সকল মুসলমান এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন যে- ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতি অপরিহার্য বিষয়।

এ কারণেই দেখি নবী করীম (স)-এর ইনতিকালের পর তাঁর দাফনের কাজ শেষ করার আগেই তাঁর জায়গায় (খলীফা) নির্বাচন করার জন্য সাহাবীগণ এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তাছাড়া সাহাবীদের আমল এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের রাষ্ট্র শাসন প্রভৃতি থেকে ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্যতা বুঝা যায়। কাজেই ইজমায় উম্মাতও ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম উৎস।

১.৫ চতুর্থ উৎস : কিয়াস বা ইজতিহাদ

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার চতুর্থ উৎস হচ্ছে কিয়াস বা ইজতিহাদ। সকল যুগের সকল মুসলিম পন্ডিত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, "জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সু-সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র কায়েম করা ইসলামের সর্বপ্রধান দায়িত্ব এবং রাষ্ট্র ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর এগুলো রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না।"

কাজেই শরীআতের আইন জারি ও কার্যকরী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। (ইমাম তাইমিয়া : আস্ সিয়াহসাহ আশ-শারিআহ পৃ: ১৭২–৭৩)

উপরিউক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা নতুন কোন বিষয় নয়। বরং এটা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবতার কল্যাণ এবং ঈমানী দাবী পূরণ করা যায়।

সার-সংক্ষেপ
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তারই খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে। তাঁরই ইচ্ছা দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করাই মানুষের কাজ। অতএব স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী বা জাগতিক প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব মানুষের। এ আসমান-যমীন ও নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক। আল্লাহ তাআলা মানুষও সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের মালিকও তিনিই তবে যেহেতু মানুষকে পৃথিবীতে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; তাই জাগতিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকান্ড ও মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশানুযায়ী পরিচালনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মানুষকে। মানুষের খলীফা হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করাই হচ্ছে প্রধান কাজ। ইসলামী রাজনীতির ভিত্তি এখানেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরের পাশে টিক দিন

১. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে বুঝায়-
   ক. আরবের শাসন
   খ. পাকিস্তানী শাসন
   গ. ইরানী শাসননীতি
   ঘ. ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা।

২. সবকিছুর নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের মালিক হলেন-
   ক. জনগণ
   খ. রাষ্ট্র
   গ. আল্লাহ
   ঘ. শাসক মন্ডল

৩. মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর-
   ক. খলীফা হিসেবে
   খ. বান্দা হিসেবে
   গ. নাগরিক হিসেবে
   ঘ. সন্তান হিসেবে

৪. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে-
   ক. বর্তমান যুগের চাহিদা মোতাবেক বক্তব্য
   খ. এটা মানুষের অধিকার
   গ. হুযুরদের শাসন
   ঘ. কুরআন ও সুন্নাহর শাসন

৫. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎস কি-
   ক. কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস
   খ. গণতন্ত্র, পরামর্শ, মজলিসে শূরা, খলীফা
   গ. জনগণ, সার্বভৌমত্ব, খলীফা, রাষ্ট্র
   ঘ. আল্লাহ, রাসূল, খলীফা, ফেরেশতা।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামে রাজনীতি আছে কী?
২. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?
৩. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎসসমূহ লিখুন।
৪. প্রমাণ করুন- "ইসলামী রাজনীতির উৎস কুরআন ও রাসূলুল্লাহর আদর্শ।"

পাঠ ২ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শরীয়াতের নির্দেশ পালনের জন্য রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।
- আল্লাহর ইবাদাতের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও অনস্বীকার্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আতে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আল-কিতাবে আমি কিছুই অপূর্ণ রাখিনি।" (সূরা আনআম : ৩৮)

আল্লাহ বলেন, কুরআনেই আমি জরুরি সব কথা বলে দিয়েছি। কিছুই বাদ রাখিনি। বস্তুত ইসলামী শরী'আতের বিধান আল্লাহর এ দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। শরী'আতের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার পরামর্শ ভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতা, ন্যায় সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধিচুক্তি প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরী'আতে। আর তা শুধু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে শুধু তাই নয়, রাসূলে কারীমের (স) সুন্নাতেও রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধান। কুরআন ও হাদীসে আমীর, ইমাম, খলীফা, সুলতান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলো দ্বারা বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যার হাতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, শাসন ও আইন রচনার ক্ষমতা। আধুনিক পরিভাষায় তাই হলো সরকার বা গভর্নমেন্ট। সরকার বা গভর্নমেন্ট হলো রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই যে সব আয়াতে এবং হাদীসের যে সব উক্তিতে এ পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করা একান্তই জরুরি। কেননা, এগুলো শুধু পড়া বা মুখে উচ্চারণের জন্য বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে এজন্য যে, তা যেমন পড়া হবে তেমনি তাকে কার্যকরী করাও হবে। আর এগুলো কার্যকরী করতে হলে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য।

২.২ শরী'আতের নির্দেশ পালন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

শরী'আতের এমন অনেকগুলো আইন-বিধান রয়েছে যা কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয়। আল্লাহর-বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার ফয়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কুরআন-হাদীসে।

কাজেই শরী'আতের আইন বিধান জারী ও কার্যকরী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা একটি অপরিহার্য জরুরি কর্তব্য।

২.৩ আল্লাহর ইবাদতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি

আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্ব পালনের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁরই ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারিআত : ৫১)

কুরআনে এ ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা।

ইবাদত শব্দের ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ, ব্যবহার, প্রয়োগ, আয়-ব্যয় ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, এক নির্ধারিত পথ ও পন্থা এবং নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। তা যদি করা হয় তাহলেই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্থক হতে পারে। অন্যথায় মানুষের জীবনে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানবজীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু মানুষের জীবনকে এদিক দিয়ে সার্থক করতে হলে গোটা সমাজ ও পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করা তাদের সকলের পক্ষেই সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই অতিবাহিত হয় মানুষের জীবন।

ইসলামী রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠন। কেননা এরূপ একটি রাষ্ট্র কায়েম হলেই ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর মতবাদ প্রচার ও শরী'আত বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করা সম্ভব। সমাজকে বিপর্যয় ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারে রাষ্ট্রশক্তি। হযরত ওসমান (রা) বলেন-

إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

"কুরআন দ্বারা যে হিদায়াত প্রাপ্ত হয় না, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা হিদায়াত করেন।"

সুতরাং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরী'আতের স্বাভাবিক দাবী। তাই ইসলামী শরী'আত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তাকিদ দেয়। এজন্যই মহানবী (স) মদীনায় হিজরত করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য ও মিথ্যা নিরুপণ করুন

১. শরীআতের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে।

২. ইসলাম নিছক ধর্ম, এতে রাজনীতির কোন স্থান নেই।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য।

৪. শরীআত পালন করতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরকার নেই।

৫. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরীয়তের স্বাভাবিক দাবী।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নির্দেশ বর্ণনা করুন।

২. শরীআতের নির্দেশ পালন করার জন্য রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য" বিশ্লেষণ করুন।

৩. "আল্লাহর ইবাদতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র জরুরি"- আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় ও স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় দিতে পারবেন।
- রাষ্ট্র কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩.১ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়

প্রাচীন মনীষী এরিস্টোটলের মতে, "রাষ্ট্র হল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি যথার্থ এবং আত্মবিসর্জনমূলক জীবন।"

অধ্যাপক লাস্কীর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ভূ-খণ্ড-ভিত্তিক সমাজ যা সরকার এবং জনগণের মধ্যে বিভক্ত এর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল সংগঠনের উপর প্রাধান্য স্থাপন করে।"

অধ্যাপক গার্না-এর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি জনসমস্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে- স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যারা বহিরাক্রমণ থেকে মুক্ত এবং যাদের সরকার সুসংহত। যার প্রতি বিপুল জনসংখ্যা স্বভাবতই আনুগত্য প্রকাশ করে।"

সুতরাং রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস করে এবং যাদের একটি সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয় এমন রাষ্ট্রকে যে রাষ্ট্র ইসলামী নীতি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরী'আতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়-

"Rulership of Allah on the people by the piousmen with Justice."

অথবা বলা যায়, মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার এবং সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট সকলেরই দায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই ইসলামী রাষ্ট্র।

অর্থাৎ- যে রাষ্ট্রের পরিচালন, নীতি-নির্ধারণ, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে বলা হয় ®œ«—†«‰«"‡‡‰«Â© দারুল ইসলাম। এ পরিভাষা অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রই হলো 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের দেশ'। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনীষী ও ফিকহবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলেই উল্লেখ করেছেন। এখানে 'দার' ®œ«—© শব্দটি আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 'রাষ্ট্র' বা এরই সমার্থক। ফিক্হবিদগণ দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন :

دَارُ الْإِسْلَامِ اِسْمٌ لِلْمَوْضَعِ الَّذِىْ يَكُوْنُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِيْنَ

"দারুল ইসলাম এমন অঞ্চলের নাম, যা মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।"

এ সংজ্ঞায় দুটো জিনিসের উল্লেখ রয়েছে- একটি হলো রাষ্ট্র, অপরটি অঞ্চল। রাষ্ট্র সংক্রান্ত অন্যান্য কথাও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রের অধিবাসী জনতা (Population), আর দ্বিতীয় হলো রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কেননা, একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানরা আল্লাহ ও রাসূল এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্বাসী বলে তারা যখন, দুনিয়ার কোন ভৌগোলিক এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন অবশ্যই ইসলামী বিধান মুতাবিক যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এ ভাবেও দেয়া হয়েছে :

"দারুল ইসলাম হলো এমন দেশ, যেখানে ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-বিধান সম্প্রসারিত ও বিজয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।"

এ সংজ্ঞায় উল্লেখ রয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কথা। সেই সঙ্গে এতে রয়েছে, রাষ্ট্রের অপরাপর উপাদানের কথাও। যেমন জনতা ও ভৌগোলিক অঞ্চল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এ যে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য দেশের সকল বাসিন্দার মুসলমান হতে হবে, এমন কোন শর্তই ফিকহবিদগণের দেয়া সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয় না। বরং সেখানে অমুসলিম নাগরিকও থাকতে পারে, থেকেছেও।

এজন্য ফিকহবিদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

اَلَّذِىْ مِنْ اَهْلِ دَارِ الْاِسْلَامِ

"যেমন অমুসলিম অধিবাসীরাও দারুল ইসলামের নাগরিক।"

অবশ্য কোন কোন ফিকহবিদ কথাটিকে আরো উদারভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য অধিবাসীদের মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। বরং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসকের মুসলিম হওয়া এবং ইসলামী আইন বিধান মুতাবিক শাসন সম্পাদন করাই 'ইসলামী রাষ্ট্র' হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম শাফি'ঈ এ মত পোষণ করতেন। তিনি বলেন−

"ইসলামী রাষ্ট্রে কেবল অধিবাসী মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্র শাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলাম অনুসরণ করাই সেজন্য যথেষ্ট।"

তার মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে, ইমাম শাফি'ঈর মতে অমুসলিম নাগরিকের ওপরও ইসলামী আইন জারি হবে। তাঁর কথার তাৎপর্য এ যে, একটি রাষ্ট্রকে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে চিহ্নিত করার জন্য রাষ্ট্রশাসকের মুসলিম হওয়া ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র শাসন করাই প্রথম শর্ত। এটা হয়ে গেলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এ বলে- 'যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মুতাবিক লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস যে রাষ্ট্রে চালান হয়, তাই ইসলামী রাষ্ট্র।"

আল্লামা আবুল হাসান আল মাওয়াদা'র বলেন, "দ্বীনের পাহারাদারী, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।"

সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে- "ইসলামী শরীয়তের দাবি অনুযায়ী নাগরিকগণের বৈষয়িক ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনই ইসলামী রাষ্ট্র।"

৩.২ ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ

ক. ভিত্তি

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক মূল ভিত্তি চারটি : (ক) কুরআন, (খ) সুন্নাহ, (গ) ইজমা ও (ঘ) কিয়াস।

খ. সার্বভৌমত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, আধিপত্য ও শাসনতন্ত্র রচনার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ অধিকার মহান আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ ক্ষমতায় তাঁর কোন শরীক নেই। এ মর্মে মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ

"হুকুম দেয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট"।

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্ব, আধিপত্য ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকার এবং সকল মানুষ সমানভাবে আল্লাহর বান্দা হওয়া ও তাঁর নিকট সকলেই দায়ী হওয়ার সুস্পষ্ট স্বীকৃতির ওপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র।

গ. আইন-কানুন :

ইসলামী রাষ্ট্রে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিধান ও আইন-কানুন জারি থাকবে। কুরআন সুন্নাহর পরিপন্থী কোন বিধানে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না।

তাই এ বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামী হুকুমতকে রাষ্ট্র না বলে খিলাফত হিসেবে অভিহিত করা হয়। কাজেই আইন রচনার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহ বলেন :

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ ۗ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ

"তারা বলে আইন রচনা করার আমাদের কি কোন অধিকার নেই? আপনি ঘোষণা করে দিন- আইন রচনার অধিকার সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত হল− আল্লাহর বিধান আল্লাহর যমীনে চালু করার একটি কল্যাণ সংস্থা। একটি শক্তিশালী সংগঠন। ইহ-পরকালের কল্যাণের পথে মানবজাতিকে পরিচালিত করাই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন :

"নিশ্চয়ই আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন পরম সত্যতার সাথে এজন্য নাযিল করেছি যাতে আপনি সে অনুযায়ী মানুষের ওপর আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন এবং ইনসাফ কায়েম করতে পারেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ সমর্থনকারী হবেন না।" (সূরা নিসা : ১০৫)

ঘ. সরকার প্রতিনিধিত্বশীল

ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার হয় প্রতিনিধিত্বশীল। মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে আল্লাহর বিধান এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ অনুসারে যে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাই হল ইসলামী সরকার। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

"আমি তাদের মধ্য থেকে এক দল নেতা সৃষ্টি করেছি, যারা আমার নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে।" (সূরা সাজদা : ২)

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার আইন তৈরি করে না। সরকারের আইন রচনার অধিকার নেই। আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সরকার আইন কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা :

إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

"তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সততা সহকারে আল্লাহর আইন জারি কর।" (সূরা সাদ : ২৬)

ঙ. পরামর্শধর্মী সংস্থা

ইসলামী সরকার স্বৈরাচারী বা একনায়কত্বমূলক নয়। এটি একটি পরামর্শধর্মী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র পরিচালনায় মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে এবং মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে বাধ্য। এ মর্মে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হচ্ছে:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"তাদের সকল কাজ-কর্ম নিজেদের পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।" (সূরা শূরা : ৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"যে কোন কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

ইসলামী সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি আদর্শিক প্রতিষ্ঠান। জোর করে বা জনগণ না চাইলে কেউ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না এটা অবৈধ।

চ. রাজতন্ত্রের স্থান নেই

ইসলামে রাজতন্ত্রের স্থান নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব ইসলাম বিশ্বাস করে না। খুলাফায়ে রাশিদীনের কোন খলীফাই তাঁর পুত্রকে খলীফা বা মজলিশে শূরার সদস্য হিসেবে নিয়োগ, মনোনয়ন বা প্রস্তাব করে যান নি। রাসূল (স) নিজেও কাউকে নিয়োগ বা কারও নাম প্রস্তাব করে যান নি। হযরত ওমর (রা) তাঁর ছেলেকে যেন খলীফা নির্বাচন করা না হয়, সে জন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আধুনিক বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব করতে দেখা যায়, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী।

ছ. ভ্রাতৃত্ব সুলভ শাসন ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রে সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। কেউ কারও মনিব ও দাস নয়। এক মানুষের ওপর আর এক মানুষের আধিপত্য করার অধিকার নেই। একজনের ওপর অন্য জনের শাসন করার, আদেশ দেয়ার বা পদানত করার কোন অধিকার ইসলামে নেই। আদেশ-নিষেধ, আর শাসন চলবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। অন্য কারও নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

"আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে তাদের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা কর। (আর এ ব্যাপারে) তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবে না।" (সূরা মায়িদা : ৪৯)

জ. আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এর মালিক বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। শাসক বা সরকার আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধি। সাথে সাথে জনগণেরও প্রতিনিধি। এর দায়িত্ব জনগণকে সুপথে পরিচালিত করা আর দুষ্কৃতি ও কুপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সরকার আল্লাহ ও মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। তাদের মর্যাদা এতটুকুই এর বেশি নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান চালু থাকবে। মানুষের মনগড়া কোন আইনের কোন স্থান নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় প্রকাশ করুন।

১. মনীষী এরিস্টোটলের মতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটি কী?

২. ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে কী বলা হয়?

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বাসিন্দাকে কী মুসলমান হতে হবে?

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক মুসলিম হওয়ার কী শর্ত?

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূলভিত্তি কী কী?

৬. ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে?

৭. আইন রচনা করার অধিকার কার?

৮. ইসলামী সরকার আইন রচনা করে নাকি আইন প্রয়োগ করে?

৯. ইসলামে কী রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের অবকাশ আছে?

১০. ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক ও সরকার কার কার প্রতিনিধি?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন।

২. ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে?

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় ফিকহবিদগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা লিখুন।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ লিখন।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. "ইসলামী সরকার প্রতিনিধিত্বশীল" বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৪ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ও গঠন প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উপাদান কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.১ ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান

সাধারণ রাষ্ট্রের চারটি উপাদানই ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান, তবে সে চারটি উপাদানের সংজ্ঞা ও ধারণায় পার্থক্য রয়েছে।

ক. জনসমষ্টি

সকল রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রেরও জনসমষ্টি একটি অপরিহার্য উপাদান। ইসলামী রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ও আস্থাশীল হতে হবে। অমুসলিম জনগণও ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে এর নাগরিক হতে পারে।

খ. ভূ-খণ্ড

জনসমষ্টির সাথে সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের প্রয়োজন। ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। ক্ষুদ্র হতে পারে, আবার বিশাল- বিস্তৃতও হতে পারে। তবে ভৌগোলিক সীমারেখা থাকতে হবে।

গ. সরকার

সরকার হবেন মুসলমানদের জন্য 'উলিল আমরি মিনকুম' আর জনগণের এ প্রকার সরকারের আনুগত্য করা ফরয। এটি একটি অপরিহার্য ইবাদত। ইসলামী সরকারের আদেশ লংঘন কঠিন গুনাহ এবং আখিরাতে জবাবদিহী করতে হবে।

ঘ. সার্বভৌমত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরংকুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। সরকার নিজস্বভাবে কোন আইন রচনার অধিকারী নন। এ মর্মে আল্লাহ্‌র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা–"সতর্ক হও, তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে।"

৪.২ ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী

সকল রাষ্ট্রের-ই একটি গঠন প্রণালী থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী হবে নিম্নরূপ-

১. আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান

ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের প্রতক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান থাকবেন। আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত করতে হবে এমন সক্ষম পুরুষকে, যিনি যোগ্য, সৎ, খোদাভীরু ও খাঁটি ঈমানদার।

২. শাসনতন্ত্র

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হবে কুর'আন ও হাদীস। এ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধি-বিধান প্রণীত ও পরিচালিত হবে কুর'আনের আলোকে ও হাদীসের নির্দেশানুযায়ী। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা কিংবা স্বার্থের পরোয়া এখানে করা হবে না।

৩. মজলিস-ই-শূরা

রাষ্ট্র প্রধানকে রাষ্ট্র পরিচালনায় যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি মজলিস-ই-শূরা বা পরামর্শ সভা থাকবে। জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতিক্রমে মজলিস-ই-শূরার সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত ও নিযুক্ত হবেন। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান উক্ত সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সুনিশ্চিত অভিমত নিয়ে শরী'আতের নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশ– "মুসলমানদের সকল ব্যাপারই পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সুসম্পন্ন হয়"।

৪. ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ

রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শূরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা ইসলামী মূল্যবোধ মোতাবিক কুর'আন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক হতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ইসলামী বিধান বহির্ভূত কিছু করতে পারবে না। সরকার পরিচালনা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুতে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুর'আন ও সুন্নাহ্র আইন জারি ও প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য। মানুষের গড়া কোন আইন সেখানে স্থান পাবে না। এরূপ ইসলামী রাষ্ট্রই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তি দিতে সক্ষম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

মিল করুন

১. সাধারণ রাষ্ট্রের চারটি উপাদানই	১. ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে নাগরিক হতে পারে।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে ইসলামী মূল্যবোধের বিশ্বাসী হতে হবে। আর অমুসলিমগণ	২. কঠিন গুনাহ।
৩. ইসলামী সরকারের আদেশ লংঘন	৩. কুরআন ও সুন্নাহ।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হবে	৪. ইসলামী রাষ্ট্র অচল।
৫. মানুষের মনগড়া আইন	৫. ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উপাদান।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান কী কী? বর্ণনা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী লিখুন।

পাঠ ৫ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্র যে মানব কল্যাণকর তার বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ক. আদর্শগত

ইসলামী রাষ্ট্র একটি ধর্ম ভিত্তিক আদর্শিক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হলো আল্লাহ, যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা নির্বাচন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর সে আল্লাহর প্রতিনিধি মাত্র।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকারী হলেন মহান আল্লাহ। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তা কার্যকর করেন। ইসলামী রাষ্ট্র একটি খোদায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এখানে আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার উৎস ও নিয়ন্ত্রক মনে করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই খোদার প্রতিনিধিত্ব মূলক বিশ্বাসের আলোকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র কোন ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা বা বর্ণ ভিত্তিক নয়, এটি একটি আদর্শিক চিন্তা ভিত্তিক। দুনিয়ার যে সব মানুষ একই আদর্শ অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী তারা সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্যভুক্ত হতে পারে। আদর্শিক চিন্ত াভিত্তিক হওয়াতেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব।

খ. নির্বাচন পদ্ধতি

ইসলামী রাষ্ট্রে যে পদ চায় তাকে সে পদের অযোগ্য বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান সরাসরি মুসলিম জনগণের মতামত ও আস্থার ভিত্তিতে কিংবা জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা হতে হলে মুসলিম হওয়া শর্ত, তাছাড়া আস্থাভাজন সৎ, যোগ্য ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

গ. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা কুর'আন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। এখানে নিজস্ব মতামতের কোন অবকাশ নেই, কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষের কোন আইন রচনা করার অধিকার নাই।

ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত অনুযায়ী দেওয়ানী ও ফৌজদারী সব রকম বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সকলেই এখানে ন্যায় বিচার পায়। এখানে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি সুনির্দিষ্ট বিধানের অধীনে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত; তবে তা অনিয়ন্ত্রিত নয়। এ অর্থ ব্যবস্থায় সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করা হয়। তাছাড়া পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাকাত, ওশর, খারাজ, জিযিয়া প্রভৃতি বিধান চালু করা হয়।

ঙ. প্রশাসনিক নীতি-পদ্ধতিতে

ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। জনগণের কল্যাণ ও সেবা দানই এখানে মূল ব্যাপার। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণ নিজেদেরকে জনগণের সেবক হিসেবেই মনে করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নীতি ও নৈতিকতার সুস্পষ্ট বিধানের অনুসরণ করতে বাধ্য। এখানে নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয় রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে।

চ. সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে

ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি মাত্র। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। সরকার নিজস্বভাবে কোন আইন রচনার অধিকারী নন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা :

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

"সতর্ক হও, তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই হুকুম চলবে।"

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّلِلّٰهِ

"হুকুম দেয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট।"

ছ. শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি ৪টি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানই চালু থাকবে অন্য কোন মানুষের নয়। সর্বোত্তম, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধান সর্বোত্তম, সর্বসুন্দর নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। মানুষের উপযোগী ও কল্যাণধর্মী। এতে পরিবর্তন বা এর পরিপন্থী বিধান দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

জ. কল্যাণ রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাথে সাথে সবরকম জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, চরিত্র সংশোধন এক কথায় সার্বিক সমস্যার সমাধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। অক্ষম, বেকার, বিকলাঙ্গ, ঋণগ্রস্ত এবং যারা সহায় সম্বলহীন তাদের ভরণ-পোষণের গুরু দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের।

৫.২ ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতির সারকথা

ক. আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যের স্থান সকল আনুগত্যের উর্ধ্বে থাকবে।

খ. সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে শাসক ও কর্মকর্তাদের মুসলিম হতে হবে।

গ. শাসক জনগণের প্রভু নয়, সেবক হবে।

ঘ. সরকারের আনুগত্য সকলের কর্তব্য।

ঙ. সরকারের সমালোচনা করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।

চ. রাষ্ট্রের আইন-কানুন শরীয়ত মোতাবেক হতে হবে।

ছ. কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সকল বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

ধর্মহীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক-অগণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী বিশেষের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানবতার কোন কল্যাণ নেই। মানবতার জন্য এ সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থা চরম অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর অপর দিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রগতিশীল কল্যাণকর আদর্শিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা বিশ্বমানবতার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণকর / রাজতান্ত্রিক / স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকারী মজলিসে শূরা / জাতীয় সংসদ / মহান আল্লাহ।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূলভিত্তি ৪ / ৫ / ৭টি।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ জনগণের প্রভু / সেবক / খলীফা / রাজা।
৫. ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বমানবতার জন্য অপরিহার্য/ ভয়ের কারণ / অভিশাপ।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কী কী?
২. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি বর্ণনা করুন।
৩. "ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র-বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬ আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- একনায়কতন্ত্রের সাথে ইসলামের পার্থক্য তুলে ধরতে পারবেন।
- রাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।
- ধর্ম নিরপেক্ষতার সাথে ইসলামের বিরোধ কোথায় তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের পার্থক্য করতে পারবেন।
- গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের তুলনা করতে পারবেন।

৬.১ ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একটি অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতি। ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি কোন মানুষের চিন্তা বা গবেষণার ফসল নয়। বরং তা নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া পদ্ধতি। আল্লাহ পাক যেভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন, ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে তারই বাস্তবায়ন করা হয়।

আল্লাহর দেয়া দিক নির্দেশনার আলোকে মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে অনৈসলামিক বা মানব রচিত কোন আদর্শবাদ স্থান পায় না। সম্পূর্ণ ইসলামের আলোকে পরিচালিত যে রাজনৈতিক পদ্ধতি, তাই-ই হলো ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যার সাথে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতির কোথাও কোথাও মিল রয়েছে। আবার কোথাও হয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এখানে সে তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো দিক তুলে ধরা হল-

৬.২. একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম

আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একনায়কতন্ত্র অন্যতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনায়কের হাতেই সর্বময় ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকে। জনগণের অধিকার ও বক্তব্য সেখানে অবহেলিত।

কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একনায়ক কেন্দ্রিক নয়। সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে পরামর্শ সভা গঠিত হয়, তার সাথে পরামর্শের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে:

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

“হে নবী! আপনি সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।” (আলে ইমরান : ১৫০) আর এভাবে হলেই রাজনীতি গণমুখী হবে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করবে।

৬.৩. রাজতন্ত্র ও ইসলাম

বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। এ পদ্ধতিতে কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাষ্ট্রনায়কের পর তার পরবর্তী রাষ্ট্রনায়ক উক্ত পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই মনোনীত হয়। চাই সে যোগ্য হোক বা না হোক। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবু তাকে রাষ্ট্রনায়ক না করে রাজপরিবারের বা রাজবংশের একজনকেই রাজা করা হয়। আর সে রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাজনীতি পরিচালিত হয়।

কিন্তু ইসলাম এ পদ্ধতি সমর্থন করে না। যোগ্যতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি উপযুক্ত বলে মনে হবে, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হবে। সকলকেই তার আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। সে অতি নগণ্য পরিবারেরও যদি হয়, তবু যোগ্যতার ভিত্তিতে সে-ই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। রাসূল (স) হাদীসে ঘোষণা করেন : “যদি নাক কাটা হাবশীও তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তবু তোমরা কোন বংশ মর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।”

তাই দেখা যায়, রাজতন্ত্রের চেয়ে ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি অনেক উন্নত এবং জনকল্যামূলক।

৬.৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম

বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পদ্ধতিও প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে। সংখ্যালঘুরা আইনের অধিকারে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাঁতে বাধ সাধে। ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, অশান্তি চলতে থাকে। কিন্তু ইসলামের যে রাজনৈতিক পদ্ধতি রয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সংখ্যালঘিষ্ঠের কোন প্রশ্ন নেই। সকলেরই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। সংখ্যালঘুদের জান-মাল ইসলামী রাষ্ট্রে আমানতস্বরূপ। ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করার কোন সুযোগ দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকলেরই রাজনৈতিক অধিকার সমান।

৬.৫ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষের আত্মার বন্দীশালা। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের স্বাধীন সত্তা থাকে না। জনসাধারণকে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। আর কর্তা ব্যক্তিরা তাদেরকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে থাকে। সেখানে থাকে না কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা। থাকে না ন্যায্য কথা বলার কোন অধিকার। ব্যক্তি মালিকানা ও পারিবারিক পদ্ধতিকে বাজেয়াপ্ত করে সবকিছুকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং কর্তা ব্যক্তিরা তা ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের কেবল শ্রমের অধিকার রয়েছে স্বাধীনভাবে তা ভোগ করার অধিকার নেই। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার দেয়। ব্যক্তি ও পরিবারের স্বীকৃতি দিয়ে সুখী সমৃদ্ধ প্রেমময় সমাজ গড়ার সুযোগ করে দেয়।

৬.৬ গণতন্ত্র ও ইসলাম

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিল থাকলেও বর্তমানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিমা গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস। পশ্চিমা গণতন্ত্রে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগ্যতাই বিবেচ্য। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগ্যতার সাথে সাথে তাকওয়া বা খোদাভীতিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। পশ্চিমা গণতন্ত্রে সরকার জাতীয় পরিষদের মতানুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোন মত প্রকাশ করলে তা গৃহীত হবে না।

সার-সংক্ষেপ

ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনের যে সুন্দর সমাধান দিয়েছে, তা আর কোন জীবনব্যবস্থা দিতে পারেনি। ইসলামে রাজনৈতিক পদ্ধতি অন্য সকল রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে উন্নত ও বাস্তবমুখী। এর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক সমস্যার সুন্দর সমাধান সম্ভব। তাই ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি সমাজে বাস্তবায়ন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি কোন মানুষের চিন্তা বা গবেষণার ফসল নয়।
২. এক নায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র নায়কের হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকে।
৩. এক নায়কতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে।
৪. ইসলাম রাজতন্ত্রের সমর্থক ইসলামে তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের স্থান নেই।
৬. সমাজতন্ত্র স্বাধীন মানুষের আত্মার বন্দীশালা।
৭. পশ্চিমা গণতন্ত্রে মানুষই সকল ক্ষমতার উৎস।
৮. ইসলামী গণতন্ত্র সকল ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহ।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতির স্বরূপ লিখুন।
২. একনায়কতন্ত্র কী? ইসলামের সাথে এর পার্থক্য আছে কী?
৩. রাজতন্ত্র কী? ইসলাম কী রাজতন্ত্র স্বীকার করে?
৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কী? ইসলামের সাথে এর পার্থক্য কোথায়?
৫. সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের পার্থক্য কী?
৬. পশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী গণতন্ত্রের পার্থক্য কোথায়?

পাঠ ৭ ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে-শূরা ও তার ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- মজলিসে শূরা কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- মজলিসে শূরার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- মজলিসে শূরার গঠন বর্ণনা করতে পারবেন
- মজলিসে শূরার মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৭.১ মজলিসে শূরা কী?

মজলিস মানে সভা, সংস্থা আর 'শূরা' অর্থ পরামর্শ। সুতরাং মজলিসে শূরা মানে পরামর্শ সভা বা পার্লামেন্ট। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মজলিসে শূরা একটি একাত্মক পার্লামেন্ট (Unitary parliament)। ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মজলিসে শূরা এমন একটি নির্বাচিত সংস্থার নাম যে সংস্থার সদস্যগণ রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। মজলিসে শূরা নির্বাচিত হয় রাষ্ট্রের মুসলিম জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, জ্ঞানী-গুণী ও ইসলামী রাজনীতিতে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা পরামর্শ সভার নাম মজলিসে শূরা।

এ সংস্থার প্রত্যেক সদস্যই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারী। এ ধরনের মজলিসে শূরায় কোন দলাদলি বা Grouping থাকতে পারেনা। মেজরিটি ও মাইনরিটি তথা সরকারি দল ও বিরোধী দলের কোন সুযোগ এতে নেই।

মজলিসে শূরার সদস্যগণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান সামনে রেখে সকল ব্যাপারে নিজ নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে। সত্য মতের সমর্থন ও পক্ষ অবলম্বন এবং মিথ্যা ও অন্যায় মতের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করাই হল প্রত্যেক সদস্যের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য।

ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতন্ত্রের ধরন আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বর্তমান গণতন্ত্রের সকল সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে ইসলামী গণতন্ত্র সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলামী গণতন্ত্র এমন গণতন্ত্র যেখানে কোন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না। সেখানে কেউ পদপ্রার্থী হতে পারেনা। ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে– "যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসাতে হবে।"

ইসলামী গণতন্ত্রের পরিভাষায় সংসদকে বলা হয় মজলিসে শূরা।

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরা দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

মজলিসে আম : এটা সাধারণ পরিষদ বা নিম্ন পরিষদ। একে অধিকাংশ জনগণ অংশ গ্রহণ করে থাকে।

মজলিসে খাস : এটা উচ্চ পরিষদ। এখানে বিজ্ঞ লোকেরা থাকেন।

৭.২ শূরার গঠন

মজলিসে শূরা জনগণের অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হতে পারে। সদস্যগণকে অধিকাংশ নারী-পুরুষের রায়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে।

সবচেয়ে খোদাভীরু, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে এবং পদলোভী ও অযোগ্যদেরকে এ পদে নির্বাচন করা যাবে না।

৭.৩ মজলিসে শূরার মর্যাদা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শদান ও রাষ্ট্রীয় কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যেই মজলিসে শূরা গঠন করা ইসলামী রাজনীতির একটি অপরিহার্য কাজ। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন : "তাদের সকল কাজ পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালিত হয়।"

তিনি আরও বলেন : "তোমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ কর।" এজন্যই ইসলামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজলিসে-শূরা গঠন অপরিহার্য করা হয়েছে। কেননা, এটাই হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্রের বুনিয়াদী ভিত্তি।

৭.৪ মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য

মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে –

পরামর্শ দান

কুরআন ও হাদীসের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতির ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ দানই হল মজলিসে শূরার প্রধান কাজ।

রাষ্ট্র পরিচালনায়

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, দায়িত্ব পালন এবং পরামর্শ প্রদান করাও মজলিসে শূরার কর্তব্য।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে শূরাকেই বহন করতে হবে।

আইন সজ্জায়ন

মজলিসে শূরার ওপর বড় দায়িত্ব হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন বের করা ও ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এ জন্য শূরা সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যকেই কুরআন, সুন্নায় জ্ঞানী ও পারদর্শী হতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে : "তোমরা নিজেরা যদি না জান, তবে যারা জানে তাদের নিকট থেকে জেনে নাও।" (সূরা নাহল : ৪৩)

কাজেই ইসলামী আইনের উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ওপর তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা থাকতে হবে।

মহানবী (স) এ সম্পর্কে বলেন– "তোমরা কুরআন সুন্নায় পারদর্শী মু'মিন লোকদের একত্রিত কর। অতঃপর তাদের নিয়ে শূরা গঠন কর। তবে তাঁদের কোন এক জনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলবে না।" (সুনানে আবূ দাঊদ)

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক গণতন্ত্রে সংসদের মত ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। বরং কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের বর্ণিত আইনকে বের করা ও প্রয়োগ করাই মজলিসে শূরার কর্তব্য।

যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায়

শূরার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগ, বদলী, যুদ্ধাভিযান পরিচালনা, খলীফা ও অন্যদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ, কর-আরোপ, শাসন কার্য পরিচালনা ইত্যাকার যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড মজলিসে শূরার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হতে হবে।

অনুমোদন

রাষ্ট্রপ্রধানের বিভিন্ন কার্যাবলী ও মতামত মজলিসে শূরার অনুমোদন নিয়ে করতে হয়।

জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে

সামষ্টিক ও জাতীয় আদর্শ নির্ধারণে এবং কর্মসূচি গ্রহণে শূরার মতামত অবশ্যই থাকতে হবে। শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও অর্থনৈতিক নীতি-পলিসি নির্ধারণে মজলিসে শূরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে শূরার অনুমোদন ছাড়া কিছু করা যায় না।

গঠনতন্ত্র ও আইনের ব্যাখ্যা দান

মজলিসে শূরার ভূমিকার মধ্যে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সংবিধান ও প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা দান করা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

বাইতুল মালের হিসাব পরীক্ষা করাও শূরার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

মজলিসে শূরার অধিবেশনসমূহের কার্যাবলি নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নে সাহায্য করা।

হিসাব পরীক্ষা

রাষ্ট্র প্রধান ও তাঁর অধীনে কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে দেখাও শূরার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান অনুযায়ী জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করারও শূরার কর্তব্য।

রাষ্ট্র প্রধানের অপসারণ

শূরার মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের মতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধানকে অপসারণ করার ক্ষমতাও শূরার রয়েছে।

সৎ কাজে সাহায্য করা

সকল সৎ কাজে রাষ্ট্র প্রধানকে সাহায্য করা শূরার অপরিহার্য কর্তব্য। "খলীফাগণ আমাদের মতই। যতক্ষণ তিনি আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ করবেন, ততক্ষণ আমরাও তাঁর অনুসরণ করব, অন্যথায় নয়।"

অন্যায় কাজ প্রতিরোধ

মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে রয়েছে অন্যায় ও গুনাহের কাজে খলীফাকে পরামর্শ বা সাহায্য করা যাবে না। বরং তা প্রতিরোধ করতে হবে। শরীআতের সীমালংঘন হয় এমন কোন কাজে তাকে সাহায্য করা যাবে না।

সার-সংক্ষেপ

ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিস-ই-শূরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এর কোন সদস্যই বংশীয় আভিজাত্য বা প্রাচুর্যের কারণে নির্বাচিত হন না। এ শূরার প্রত্যেক সদস্যই স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারী। এ শূরায় কোন দলাদলি, গ্রুপিং, মেজরিটি ও মাইনরিটির দোহাই দিয়ে কোন আইন পাশ হয় না। সদস্যগণ ইসলামের বিধান সামনে রেখে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করবেন। সত্য হলে মানবেন অসত্য হলে প্রতিরোধ করবেন। সরকার পরিচালনায় এ শূরার ভূমিকা খুবই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. মজলিস শূরা মানে-
ক. পরামর্শ সভা   খ. পার্লামেন্ট
গ. সংসদ   ঘ. সবকটি ঠিক।

২. মজলিসে শূরা গঠিত হয়-
ক. মুসলমানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটে   খ. খলীফার অনুমোদনে
গ. নিয়োগের ভিত্তিতে   ঘ. ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে।

৩. মজলিসে শূরায় কিসের সুযোগ নেই
ক. দলাদলির   খ. মেজরিটি ও মাইনরিটির
গ. সরকারী দল বিরোধী দলের   ঘ. কোন একটিরও।

৪. ইসলামী গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে-
ক. কারও কোন মতের স্বাধীনতা নেই   খ. সবাই যে যা খুশী তা করবে
গ. যোগ্যতম ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বসাতে হবে   ঘ. রাজার ছেলে রাজা হবে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের অধিকারী কে?
ক. সংসদ   খ. মজলিসে শূরা
গ. খলীফা   ঘ. মহান আল্লাহ

৬. মজলিসে শূরা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-
ক. প্রণয়ন করবে   খ. সজ্জিত করবে ও ব্যাখ্যা করে
গ. রচনা করবে   ঘ. পালন করবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মজলিসে শূরা কী? পরিচয় দিন।

২. মজলিসে শূরার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৩. ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরার মর্যাদা নিরুপণ করুন।

৪. মজলিসে শূরার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

৫. “মজলিসে শূরা আইন প্রণয়ন করে না বরং এটি আইনের সংজ্ঞায়ন ও ব্যাখ্যা প্রদান করে”- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্যদের গুণাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শুরার সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শুরার সদস্যদের নৈতিক গুণাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্যগণ আল্লাহ্‌র খলীফা এবং জনগণের প্রতিনিধি। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শূরার গুরুত্ব ও ভূমিকা অন্যান্য সাধারণ রাষ্ট্রের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন প্রকৃতির। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্য হতে হলে বিশেষ কিছু আইনগত ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী হতে হবে।

৮.১ আইনগত গুণাবলী

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা মজলিস-ই-শূরার সদস্যপদের জন্য নিম্নবর্ণিত আইনগত গুণাবলির অধিকারী হতে হবে :

১. মুসলিম হওয়া

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিস-ই-শূরার সদস্যকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের এ পদের উপযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্য হতে (নির্বাচিত) আমীর বা নেতার।'

২. পুরুষ হওয়া

রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্যগণকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। কোন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা মজলিস-ই-শূরার সদস্য হতে পারবে না। মহানবী (স) এ মর্মে বলেন- 'যে জাতি কোন মহিলাকে তাদের নেতৃত্বে বরণ করে, সে জাতি সফলতা অর্জন করতে পারে না।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিস-ই-শূরার সদস্য হতে পারবে না।

৪. সুস্থ হওয়া

অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বা মজলিস-ই-শূরার সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না।

৫. বিবেকবান হওয়া

উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য একজন উন্নত বিবেকবান মানুষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিবেকহীন, পাগল, বুদ্ধিহীন ও নির্বোধ লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা শূরার সদস্য করা যাবেনা। কুর'আন বলেছে– "তোমাদের সম্পদ নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না।"

৬. স্থায়ী অধিবাসী হওয়া

উক্ত পদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে। অস্থায়ী কোন বাসিন্দাকে রাষ্ট্রের প্রধান বা শূরার সদস্য করা যাবেনা।

৭. রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান এবং শূরার সদস্য হতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। নাগরিকত্বহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নন। এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌র বাণী- "যারা ঈমান এনেছে, অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়নি, তাদের দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত ওয়ালী বা নেতৃত্বের কোন অধিকার নেই।"

৮.২ চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলি

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্য হতে হলে আইনগত গুণাবলির সাথে কতিপয় নৈতিক ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তা হল :

১. তাক্ওয়ার অধিকারী হওয়া

রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্যই সর্বোত্তম তাক্ওয়ার অধিকারী, আল্লাহ্ভীরু ও পরহেযগার লোক হতে হবে। আল্লাহ এ প্রসংঙ্গে বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

২. আমানতদার ও আস্থাভাজন হওয়া

রাষ্ট্রপ্রধান শূরার সদস্যপদ লাভের অধিকারী তারাই, যারা সততার অধিকারী, আমানতদার ও জনগণের আস্থাভাজন হন। এ মর্মে আল্লাহ্র বাণী–

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিতে।"

৩. বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া

এ পদের জন্য বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি, গভীর জ্ঞান প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে।

৪.স্বাস্থ্যবান হওয়া

দৈহিক ক্ষমতা বা স্বাস্থ্যবান মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই উক্ত পদের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া বাঞ্চনীয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা–

"আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাকে জ্ঞান ও শারীরিক শক্তিতে প্রাচুর্য দান করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৪৭)

৫. পদলোভী না হওয়া

ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্যবৃন্দ যেহেতু সমাজের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের অধিকারী বলে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তাই কেউ এখানে পদপ্রার্থী বা পদলোভী হতে পারবে না। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, তদ্বির, প্রচার, অর্থ ব্যয় করা এ পদের জন্য অযোগ্য করে দেয়। কেননা, জনগণই তাঁর নৈতিক মান দেখে নির্বাচিত করবেন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! এমন কাউকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করব না, যে ব্যক্তি নিজেই সেটা চায় বা এর জন্য লালায়িত হয়।"

৬. অর্থলোভী না হওয়া

উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অর্থ-সম্পদের প্রতি লোভহীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থের প্রতি মোহ থাকলে এ পদে কখনো নির্বাচিত করা যাবে না।

৭. আল্লাহ্কে সদা স্মরণকারী

এ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সদা স্মরণকারী হতে হবে, কখনো তার হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণশূন্য হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাকের হুঁশিয়ারী– "এমন ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছে।" -(সূরা কাহফ : ২৮)

৮. বিদ্'আতপন্থী না হওয়া

রাষ্ট্র পরিচালনার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে কুর'আন-সুন্নাহ পরিপন্থী ও বিদ্'আতপন্থী কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যাবে না। কেননা, এ বিদ্'আতপন্থী লোক দ্বারা কখনো ইসলাম বা মাবতার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না; বরং ধ্বংস ডেকে আনে। মহানবী (স) তাই বলেছেন– "যে বিদ্'আতপন্থীকে সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করল।"

৯. ন্যায় বিচারক হওয়া

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায় বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং মসলিস-ই-শূরার সদস্যবৃন্দকে অবশ্যই ন্যায় বিচারক হতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা, "যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।"

সার-সংক্ষেপ
ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ তথা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিস-ই-শূরার সদস্যবৃন্দকে সেই রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ হতে হবে। তাছাড়া খোদাভীরু, আমানতদার, সুবিচারক ও নিঃস্বার্থবাদী মানুষ হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন

১. ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যগণ আল্লাহ্ ও জনগণের কী?

২. শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তি কী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা শূরা সদস্য হতে পারবে।

৩. পদলোভী ও পদপ্রার্থী ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কোন পদের জন্য যোগ্য কী?

৪. কোন অমুসলিম কী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারেন?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের কী কী চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়?

পাঠ ৯ ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন।

৯.১ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি

ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণমূলক আদর্শিক রাষ্ট্র। তাই এর রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক।

ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের বৈষয়িক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা এবং তাদের পরকালীন জীবনে মুক্তি ও সাফল্যের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করে। ইসলামী ফিকহবিদগণ রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের দায়িত্ব হিসেবে দু'টো কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে কার্যকর ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামের আইন বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইসলামের রীতি-নীতি অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা।

আর খলীফার পরিচিতি স্বরূপ বলা হয়েছে।"

إِنَّهَا خِلَافَةُ الرَّسُوْلِ فِيْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ وَحِفْظِ حَوْزَةِ الْمِلَّةِ بِحَيْثُ يَجِبُ اِتِّبَاعُهُ عَلَى كَافَّةِ الْاُمَّةِ

"দ্বীন কায়েম করা ও মুসলিম মিল্লাতের আদর্শ ও মান রক্ষা করার কাজে রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করা- এ কারণেই তার অনুসরণ করা সমগ্র উম্মাতের কর্তব্য।" আল্লামা মাওয়ার্দী খিলাফতের সংজ্ঞায় বলেন :

إِنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِيْ حَرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

"দ্বীনের পাহারাদারী, সংরক্ষণ ও দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই তা (খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত।"

৯.২ রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্র প্রধান বা খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিরাট তেমনি মহান। প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ করা। তথা আল্লাহর খিলাফতের মৌল উদ্দেশ্যেই হচ্ছে- দ্বীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বীনকে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করা, দ্বীনের মর্যাদা, ঐতিহ্য-আদর্শ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। আর এ কাজের জন্য প্রধান দায়িত্বশীল হচ্ছেন খলীফা।

২. আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা

রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে বিবদমান পক্ষসমূহের ওপর আল্লাহর আইন কার্যকর করা। ঝগড়া-বিবাদ ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও ফয়সালায় ইসলামী আইন অনুসরণ করা।

৩. শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণ

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনকে সকল প্রকারের ভয়-ভীতিও বিপদ-আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে স্বাধীন নির্বিঘ্নে জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য সুযোগ দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক কথায় শান্তি শৃঙ্খলা (Law and order) স্থাপন ও সংরক্ষণ করা।

৪. নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে- "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন", দুর্বলকে শক্তিশালী করা এবং সবলদের সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা। সকল নাগরিকদের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা

বৈদেশিক ও বিজাতীয় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে দেশকে, দেশের জনগণকে এবং তাদের জীবন-সম্পদ, মান-ইজ্জত রক্ষা করা। এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন ও সামর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্র প্রধানের অন্যতম কর্তব্য।

৬. রাষ্ট্রীয় আয়ের ব্যবস্থা

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক রাষ্ট্রের কর, খাজনা ও অন্যান্য সরকারি পাওনা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা, তা আদায় করার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্র প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

৭. বায়তুল মাল সংরক্ষণ

রাষ্ট্রের বাইতুল মাল সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের আর একটি দায়িত্ব। বায়তুল মাল থেকে যাকে যা দেয়া হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ। যথাযথভাবে তা দেয়ার ব্যবস্থা করা, অপচয় না করা ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

৮. নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দায়িত্বশীল, নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, তাদের কাজে সুযোগ সৃষ্টি করা, তাদের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া, তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৯. বিপথগামীদের সুপথে আনয়ন

পথভ্রষ্ট ও বিপদগামীদেরকে ইসলামের সুমহান পথে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণও খলীফার দায়িত্ব। অর্থাৎ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পুরো দায়-দায়িত্বটাই রাষ্ট্র প্রধানের ওপর ন্যস্ত।

১০. সামগ্রিক দায়িত্ব

সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া, পরিস্থিতির অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন সার্বিকভাবে গোটা উম্মাহ রক্ষা পায় এবং মিল্লাত সংরক্ষিত থাকে।

সার-সংক্ষেপ
ইসলামী রাষ্ট্রের সামগ্রিক সংরক্ষণ, নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা সর্বোপরি আল্লাহর বিধান জারি ও সংরক্ষণ করাই রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন।

১. ইসলামী রাষ্ট্র একটি কল্যাণমূলক আদর্শিক রাষ্ট্র।

২. ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের বৈষয়িক ও পরকালীন জীবনের সাফল্যের জন্য কাজ করে।

৩. রাষ্ট্র প্রধানের প্রধান দায়িত্ব হল জনগণকে শাসন করা।

৪. শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন রাষ্ট্র প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব।

৫. দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পুরো দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রধানের ওপর ন্যস্ত।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি বর্ণনা করুন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ১০ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- নাগরিকের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বলতে পারবেন।
- নাগরিকের সামাজিক অধিকার উল্লেখ করতে পারবেন।
- নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

১০.১ নাগরিক কাকে বলে

নাগরিক (Citizen) শব্দের অর্থ নগর বা নাগরিক বলতে বুঝায় কোন দেশ বা রাষ্ট্রের এমন সব অধিবাসীকে যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি যাবতীয় কর্মতৎপরতায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করে।

নাগরিকের শ্রেণী পার্থক্য : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

ক. মুসলিম নাগরিক : যেসব মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন, তারাই মুসলিম নাগরিক।

খ. অমুসলিম নাগরিক : অন্য সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিকই এ শ্রেণীর। ইসলামী পরিভাষায় এদেরকে 'জিম্মী' বলা হয়।

১০.২ মুসলিম নাগরিকদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে গোষ্ঠী-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান অধিকার সম্পন্ন। নাগরিক অধিকার পর্যায়ে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ গণ্য হয়ে থাকে–

ক. সামাজিক অধিকার, খ. অর্থনৈতিক অধিকার ও গ. রাজনৈতিক অধিকার।

১০.২. ক. সামাজিক অধিকার

বাঁচার অধিকার : মানুষের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবনের নিরাপত্তা লাভ। ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেমন, কুর'আনের বাণী– 'যে জীবনকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন– সত্য ও ন্যায়ের কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।'

ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা : মানুষের জীবনের সাথে তার ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাও জড়িত। ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করে থাকে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা : ইসলাম নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। বিনা বিচারে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে আটক করা কিংবা শাস্তি দেয়া যাবে না। যে কোন শাস্তির ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও তাকে দিতে হবে।

মালিকানার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকেরই বৈধ উপায়ে উপার্জন করার, উপার্জন করে সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সেই সঙ্গে স্বীয় মালিকানাধীন বিত্ত-সম্পত্তির ভোগ ও ব্যবহার করার অধিকারও রয়েছে।

আইনগত সাম্যের অধিকার : আইনগত সাম্য অর্থ সকল নাগরিক, ধনী-গরিব, অভিজাত-নিচ বংশজাত, উচ্চ ও নিম্নস্থ কর্মচারী, শাসক ও শাসিত সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

সামাজিক সাম্য : ইসলামে মুসলিম নাগরিকদের পূর্ণ সামাজিক সাম্য, স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত। বংশ, বর্ণ, ধন-সম্পদ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদির দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে তারতম্য করা যাবে না।

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার : প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকেরই অন্যান্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যে কোন বৈধ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার রয়েছে।

বাক স্বাধীনতা : প্রত্যেক নাগরিকই স্বীয় চিন্তা ও বিশ্বাস অনুসারে যে কোন কথা অসংকোচে, অকুণ্ঠচিত্তে, অবাধে ও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেই বলতে এবং তার প্রচার করতে পারবে। তবে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী কিছুই করা চলবে না।

বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছে মত ইসলামের সীমারেখা বজায় রেখে সংসার, ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা লাভ করবে।

শিক্ষা লাভের অধিকার : শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও আদর্শ যে কোনরূপ সরকার অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞ এবং বলিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণা– 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয।'

বাসস্থানের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের নিরাপদ বসবাস করার অধিকার সংরক্ষিত।

ধর্ম-কর্মের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে। শান্তিপূর্ণভাবে ও স্ব-ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও ধর্ম-কর্ম পালনে কোন বাঁধা-বিঘ্ন থাকবে না। এ মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী– 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।' -(সূরা বাকারা : ১৫৬)

ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণের অধিকার পাবে প্রতিটি নাগরিক। যেমন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী– "তোমরা মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়িও না।"– (সূরা হুজুরাত : ১২)

১০.২ অর্থনৈতিক অধিকার

উপকৃত হওয়ার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান হতে উপকৃত হওয়ার অধিকারী।

পেশা নির্বাচনের অধিকার : উপার্জনের অবাধ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনের যে কোন উপায় এবং পেশা গ্রহণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

চাকুরী : প্রত্যেক নাগরিক স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে সাধারণ ও উচ্চ পর্যায়ের যে কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকুরি গ্রহণের এবং যে কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

মৌলিক চাহিদা পূরণ : ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি নাগরিককেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা লাভের অধিকার প্রদান করে। কেউ অসমর্থ হলে সরকার তার এ সবের ব্যবস্থা করবে।

কর্মসংস্থান : প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুসারে রোজগারের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব সরকারের।

১০.২গ. রাজনৈতিক অধিকার

মতামত দানের অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্র পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেকটি বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলিম নাগরিকই সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত ও রায় প্রকাশের অধিকারী।

ভোটাধিকার : মুসলিম জনগণের মতামত বা ভোট না নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন পদ দখল করার কারো অধিকার নেই। সুতরাং ভোটাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সমালোচনার অধিকার : সরকারের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের দৃষ্টিতে সরকার ও সরকার পরিচালকদের সমালোচনা করার নাগরিকদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

অভিযোগ পেশ করার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে যে কোন নাগরিক একক বা যৌথভাবে তাদের যে কোন অভাব-অভিযোগের কথা সরকারের নিকট পেশ করতে পারে।

যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকই যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার অধিকার রাখে।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার : ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করার জন্য সমালোচনার অধিকার নাগরিকগণের আছে।

সংগঠনের অধিকার : রাষ্ট্র ও ইসলামের কল্যাণে প্রত্যেক নাগরিকগণের সংঘঠিত হবার অধিকার রয়েছে।

সভা-সমিতির অধিকার : নাগরিকগণ মহৎ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার রাখে।

বাক স্বাধীনতার অধিকার : ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবেক, চিন্তা এবং বিশ্বাস স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১০

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. অমুসলিম নাগরিক কে বলা হয়-
   ক. যিম্মি নাগরিক খ. অমুসলিম নাগরিক
   গ. হিন্দু নাগরিক ঘ. সংখ্যালঘু নাগরিক।

২. কোনটি সামাজিক অধিকার-
   ক. বাঁচা খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা
   গ. ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা ঘ. সব কটি

৩. কোনটি অর্থনৈতিক অধিকার?
   ক. ভোটাধিকার খ. বাঁচার
   গ. কথা বলা ঘ. পেশা নির্বাচন

৪. রাজনৈতিক অধিকার কোনটি
   ক. ভোটাধিকার খ. সমালোচনার
   গ. বাক স্বাধীনতা ঘ. সবকটি।

৫. বিয়ে ও পারিবারিক জীবন সাধনের অধিকারটি কোন শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পড়ে-
   ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক
   গ. অর্থনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতিক

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নাগরিকের শ্রেণী বিভাগসহ নাগরিকের পরিচয় দিন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের সামাজিক অধিকার কী কী? লিখুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক গণ কী কী অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে?
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের কী কোন রাজনৈতিক অধিকার আছে? কী কী? লিখুন।

পাঠ ১১ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.১ নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল শ্রেণীর জনগণই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক দুই শ্রেণীর। মুসলিম এবং অমুসলিম। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর জড়িত। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার যেমন উদারভাবে স্বীকৃত; তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও তাদের কর্তব্য রয়েছে। অধিকার ও কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকারের কথা চিন্তাও করা যায় না। কোন ব্যক্তির যা প্রাপ্য তা হচ্ছে তার অধিকার। আর তার কাছে অন্যের যা প্রাপ্য বা অন্যের প্রতি যা করণীয় তাকে বলে কতর্ব্য। নাগরিকের রাষ্ট্রের কাছে যেমন প্রাপ্য বা অধিকার আছে। তেমনি রাষ্ট্রেরও তার কাছে কিছু প্রাপ্য আছে। যা তার করণীয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের করণীয়ই হচ্ছে তার কর্তব্য। নাগরিকের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য পালন করতে হয়।

১১.২ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব

১. আনুগত্য

প্রত্যেক নাগরিকেরই সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদী কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা। আনুগত্য ব্যতীত কেউ কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বলে দাবী করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা :

أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের নেতা তথা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগত হও।" (সূরা নিসা : ৫৯)

মহানবী (স) বলেছেন-

وَمَنْ يُّطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَّعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ

"যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করে সে যেন আমারই অনুগত্য করে। আর যে তার নির্দেশ অমান্য করে সে যেন আমাকেই অমান্য করে।"

২. আইন পালন

রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন পুরোপুরি পালন করা নাগরিকদের কর্তব্য। আইন পালিত না হলে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। শাসন ও শৃঙ্খলা চুরমার হয়ে যায়। নিজে আইন পালন এবং অপরকে দিয়ে আইন মানার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখাও নাগরিকের কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা :

"তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দ্বীনের রশি ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণময় কাজের দিকে আহ্বান জানাবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

৩. রাজস্ব আদায়

যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পাওনা আদায় করা, রাজস্ব ও অন্যান্য দেয় সঠিক সময়ে সরকারি তহবিলে জমা করাও নাগরিকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অন্যথায় রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

৪. সৎকাজে সহযোগিতা করা

সরকারের প্রত্যেকটি সৎকাজে সার্বিক সহযোগিতা করাও নাগরিকদের দায়িত্ব। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

"আর ভাল কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা সহযোগিতা কর।" –(সূরা মায়িদা : ২)

৫. দেশের প্রতিরক্ষা

দেশের প্রতিরক্ষায় এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নাগরিকগণ তাদের জান মাল দ্বারা সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের সাহায্য করবে।

৬. বিশৃঙ্খলা না করা

রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি না করা এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হতে বিরত থাকা নাগরিকদের কর্তব্য। মহান আল্লাহর ঘোষণা :

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।" (সূরা বাকারা : ১৯)

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন

রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য সরকার যাকে যে দায়িত্ব দেন কিংবা যে কর্মচারীকে যেখানে নিযুক্ত করেন তা মেনে নেওয়া ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনও নাগরিকদের কর্তব্য।

৮. জনসেবা

সাধারণভাবে জনগণের খেদমত ও কল্যাণ বিধানে ব্রতী হওয়া নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা :

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

"তুমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা কাসাস : ৭৯)

৯. রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা

প্রত্যেক নাগরিকই ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করবেন। রাষ্ট্রের মঙ্গল, শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবেন এবং সর্বতোভাবে দেশ প্রেমিক হবেন। দেশকে ভাল না বাসলে, দেশের জন্য কাজ না করলে সুনাগরিক হওয়া যায় না। বলা হয়:

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

"স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ।"

কাজেই দেশকে ভালবেসে দেশের অকল্যাণকর সকল কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা এবং কোন ক্ষতি হতে না দেয়াই দেশপ্রেমের লক্ষণ। এটা নাগরিকের বড় গুণ।

১০. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা :

"তোমরা বের হয়ে পড় হালকাভাবে বা ভারী হয়ে। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে। আর এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জান।" (সূরা তাওবা : ৪১)

১১. বেআইনী কাজ থেকে বিরত থাকা

নাগরিকগণ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরে যেকোন বেআইনী কার্যকলাপ করবেন না। কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, কালোবাজারী, চোরা কারবারী ইত্যাদি করবেন না। এগুলো থেকে বিরত থাকা নাগরিকদের পবিত্র কর্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যেমন তাদের অধিকার ভোগ করবেন তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যও সঠিকরূপে আঞ্জাম দেবেন। আর এরই মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে একটি সুন্দর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক কারা?

২. প্রত্যেক নাগরিকের সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদী কর্তব্য কী?

৩. সরকারের সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডেরই সহযোগিতা করা কী নাগরিকের কর্তব্য?

৪. ‘জনসেবা' কী নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে?

৫. কি জন্য সুনাগরিক হওয়া যায় না?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কী কী দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে? লিখুন।

পাঠ ১২ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

১২.১ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

যে সকল অমুসলমান জন্মগতভাবে দারুল ইসলামের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা আর যে সকল অমুসলিম কোন দারুল কুফর হতে এসে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে আবেদন করে অনুমতি পেয়েছে, এ দুই শ্রেণীর অমুসলিমই ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মি বা অমুসলিম নাগরিক।

১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার লাভ করবে। রাষ্ট্র তাদের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দান করবে। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছেন : "তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সন্তান তেমনি পবিত্র, যেমন পবিত্র আজিকার এ হজ্জের দিনটি।"

বিচার ক্ষেত্রে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না। কোন অমুসলিম একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার যে শাস্তি হবে, কোন মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করলে তাকেও একই শাস্তি দেয়া হবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম পালন করার সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। রাষ্ট্র তাদের ধর্ম, কর্ম, প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কখনোও তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হবে না। এ মর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন : "ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম জোর জবরদস্তি নেই।"

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান নাগরিকদের ন্যায় অমুসলিম নাগরিকদেরও জীবন যাত্রার মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত করা হবে না। কোন অমুসলিমকেই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ও আশ্রয়হীন থাকতে দেয়া হবে না। হযরত ওমর ফারুক (রা) একদা এক অমুসলিমকে ভিক্ষা করতে দেখে তখনই তাঁর জিযিয়া কর মাফ করে দিলেন এবং তার মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করে বাইতুল মালের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে লিখে পাঠালেন, "খোদার শপথ! এ লোকটির যৌবনকালে যদি তার দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন তাঁর বার্ধক্যের সময় যদি নিরূপায় অবস্থায় তাকে লাঞ্ছনা দেই, তাহলে তার প্রতি মোটেই সুবিচার করা হবে না।"

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হবে। জিহাদের সময় তাদেরকে অস্ত্রধারণ করার জন্যে বাধ্য করা হবে না। দেশ রক্ষার ন্যায় কঠিন দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভের বিনিময়স্বরূপ তারা রাষ্ট্রকে 'জিজিয়া' নামক একটি কর দিবে মাত্র।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান, মজলিসে শূরার সদস্য, প্রধান বিচারপতি, প্রাদেশিক গভর্ণর, সমর সেনাপতি প্রভৃতি অত্যন্ত গুরু দায়িত্বপূর্ণ কয়েকটি বিশেষপদ ছাড়া অমুসলিম নাগরিকদের অন্যান্য যাবতীয় সরকারি ও বেসরকারি পদেই নিযুক্ত হবার সুযোগ দেয়া হবে।

১২.২ অমুসলিম নাগরিকদের কর্তব্য

১. এ নাগরিকগণ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং এর আইন মেনে চলবে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন : "শ্রবণ করা ও মেনে চলা, সুখে-দুঃখে, আনন্দে ও নিরানন্দে" অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন নাগরিকদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক তা মান্য করা। তা পালন করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য। আইনের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে নাগরিকদের তা সংশোধন করার অধিকার আছে। তবে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী তা সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন করা না হয়, ততক্ষণ তা পছন্দ না হলেও মানতে হবে।

২. অমুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। প্রত্যেকটি নাগরিক আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ কামনা করবে। কখনও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজে লিপ্ত হবে না। অপর কাউকেও কোন ক্ষতিকর কাজ করতে দেখলে তা বরদাশ্‌ত করবে না।

যাবতীয় অকল্যাণকর ও ক্ষতির কাজ হতে বিরত থেকে আন্তরিকতার সাথে রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গল কামনা করা।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতা করবে। রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজ করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলিম নাগরিকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত জিজিয়া কর আদায় করবে। এতে কোনরূপ ওজর আপত্তি করবে না। কারণ রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য এ কর ধার্য হয়ে থাকে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র যদি কোন অমুসলিম নাগরিককে বিশেষ কোন পদে নিযুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করে, তখন রাষ্ট্রের কল্যাণের খাতিরে নিজের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হলেও নাগরিকগণ সানন্দে তা গ্রহণ করবে আর প্রাণপণে রাষ্ট্রের খেদমত করতে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সত্য ও মিথ্যা নিরূপণ করুন

১. যে সকল অমুসলমান জন্মগত ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা তাকে সংখ্যালঘু নাগরিক বলে।
২. যে সকল অমুসলিম নাগরিক অমুসলিম দেশ থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অনুমতি পায় তাকে অমুসলিম নাগরিক বলা হয়।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।
৪. অমুসলিম নাগরিককে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাবার জন্য জিযিয়া কর দিতে হয়।
৫. অমুসলিম নাগরিকগণ পূর্ণ সামাজিক অধিকার ভোগ করবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. অমুসলিম নাগরিক কারা?
২. অমুসলিম নাগরিকের কী কী অধিকার রয়েছে?
৩. অমুসলিম নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৮

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে? ইসলামী রাজনীতির উৎস কী কী? তা বিশ্লেষণ করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় ও স্বরূপ বর্ণনা করুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের উপাদান ও গঠন প্রণালী বর্ণনা করুন।
৫. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।
৬. আধুনিক রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির তুলনা করুন।
৭. মজলিসে শূরা কী? ইসলামী রাষ্ট্রে মজলিসে শূরা গঠন, মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য লিপিবদ্ধ করুন।
৮. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের আইনগত ও নৈতিক গুণাবলী উল্লেখ করুন।
৯. ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
১০. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার বর্ণনা করুন।
১১. নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিন।
১২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিবরণ দিন।